দৈনিক খবর

তারিখ 19 AUG 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

056

'জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই লক্ষ্য'

পাগলা (নারায়ণগঞ্জ), ১৮ই আগস্ট (বাসস)।— রাষ্ট্রপতি এরশাদ আজ এখানে বলেছেন, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই হচ্ছে তার সরকারের সকল কর্মসূচীর চালিকাশক্তি। এক সুধী সমাবেশে ভাষণ দানকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, এসব উদ্দেশ্য সামনে রেখেই দেশের নীতি ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধান করা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে জনগণ তার সরকারের উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছে।

ঢাকা ১৯শে আগস্ট, ১৯৮৮

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, চীফ হুইপ এম এ সাত্তার, শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান এবং নারায়ণগঞ্জের একজন শিল্পপতি মোহাম্মদ আলী এ উপলক্ষে বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এইচ এম এ গাফফার, সংসদ সদস্যগণ, শিক্ষাবিদ, সমাজ কর্মী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা যোগদান করেন।

রাজধানী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার শিশুদের শিক্ষাদানে তার দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরের সচ্ছল ব্যক্তিদের অনুদানের টাকায় পাগলায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হতে যাচ্ছে তা সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রতি এক বিরাট পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকার কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় পাঁচটি ও নারায়ণগঞ্জে দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, এটা কোন বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নয়, এটা হচ্ছে একটা কর্মসূচীর আরম্ভ। কালক্রমে সারাদেশে এ কর্মসূচী ছড়িয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের মত সমাজের প্রত্যেকটি প্রভাবশালী লোক অভাবগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সারাদেশে স্কুল নির্মাণের ব্যাপারে তাদের সাহায্যের হাত সম্প্রসারণ করবেন।

অধিকার ট্রাস্ট পরিচালিত শিশু শ্রমিকদের জরীপের প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, এই জরীপ শিশু শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা উদ্‌ঘাটন করেছে। তিনি বলেন, পাগলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সম্পন্ন হলে অধিকার ট্রাস্ট এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। প্রেসিডেন্টের কাছে শিশু শ্রমিকদের নিয়োগদাতারা তাদেরকে অতিরিক্ত পারিতোষিক হিসেবে যে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা দেখা-শুনার ভার অধিকার ট্রাস্টের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, লেখাপড়ার পাঠ শেষ হলে শিশুরা যাতে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে সেজন্য ব্যাংকে গচ্ছিত তাদের আমানতের টাকা ফেরত দেয়া হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা সবাই দেশকে ভালবাসি তবে তিনি দুঃখ করে বলেন, মুষ্টিমেয় কিছুলোক দেশের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করার জন্য অলীক কাহিনী বলে বেড়াচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে সকল ধর্মের লোক দীর্ঘদিন ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করছে এবং এ সাম্প্রদায়িক ঐক্য ভবিষ্যতেও বলবৎ থাকবে। তিনি বলেন, আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে আমরা বাংলাদেশী এবং এটা আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। রাষ্ট্রপতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার যে কোন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন হতে আহবান জানান। তিনি বলেন, তার সরকার জনগণের কল্যাণের জন্য বহু সংস্কার সাধন করেছেন। তিনি আরও বলেন, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকলে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বিরাট সম্ভাবনা আছে।

কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির সাথে সাথে সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশের সর্বত্র শিল্প স্থাপন করছেন।

রাষ্ট্রপতি এসব মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সকলকে সাহায্যের হাত সম্প্রসারণ করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকলে এর চেয়ে বড় উন্নতি লাভ করা অসম্ভব কাজ হবে না।

রাষ্ট্রপতি তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের দাতাদের কাছ থেকে ১২ লাখ ১০ হাজার টাকার অনুদান গ্রহণ করেন।

সাহায্যদাতারা হচ্ছেন: ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৮ নং ওয়ার্ডের কমিশনার মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, আবদুর রহিম, আবদুল বাসেত, আকতার হোসেন ও লুৎফর রহমান, রোকনউদ্দিন মোল্লা, মোহাম্মদ আলী, আফজাল হোসেন, বনবীর শাহ, আবুল হোসেন, আফসারউদ্দিন, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ শাহজাহান ও এম এ সালাম।

কয়েক মাস আগে রাষ্ট্রপতি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়ক দিয়ে অতিক্রম করে যাবার সময় শিশুদেরকে ইট তৈরী করতে দেখেন। তিনি তাদের অবস্থা দেখে থামেন। তিনি তাদের অবস্থার উন্নয়নের আশ্বাস দেন এবং শিক্ষার সুযোগ প্রদান করার অঙ্গীকার করেন। পাগলার স্কুল নির্মাণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির প্রতিশ্রুতি পূরণ হতে যাচ্ছে। পরে রাষ্ট্রপতি স্কুলের আশপাশ ঘুরে ঘুরে দেখেন।